

# ‘গোল্ডেন রাইস’ নিয়ে সরকারি দুই সংস্থার দীর্ঘ টানা পড়েন

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের দাবি যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত দেওয়ার পরও অনুমোদন দিচ্ছে না পরিবেশ অধিদপ্তর—আর পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে, এখনও সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি

## ■ নিজামুল হক

দরিদ্র মানুষের ভিটামিন ‘এ’র ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবিত ‘গোল্ডেন রাইসে’র ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দেড় যুগ ধরে গবেষণা করে উদ্ভাবন করা এই ধানের বিরুদ্ধে পরিবেশ কর্মী ও সুশীল সমাজ সরব। অন্যদিকে এ ধানের জৈব-নিরাপত্তা বিষয়ক অনুমোদনও সহসা মিলেছে না। এসব কারণে এই ধান দেশে আবাদ করা যাবে কি না তা নিয়ে ধান বিজ্ঞানীদের মনেও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এখন ব্রি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের চিঠি চালাচালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে কার্যক্রম। একে অপরকে দায়ী করছে।

সাধারণত চালের রং সাদা। চালের রং হলুদে সোনালি হওয়ায় এই ধানের জাতের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গোল্ডেন রাইস’। এটি জেনেটিক্যালি মডিফাইড শস্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিআর-২৯ জাতের ধানের সঙ্গে ভূট্টার জিন মিলিয়ে এই গোল্ডেন রাইসের জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে এই ধান নিয়ে কাজ শুরু করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। এই কাজে সহায়তা করে

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) এবং মার্কিন দাতব্য সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

এই চাল ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ। দরিদ্র মানুষের ভিটামিন ‘এ’র ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যেই এ চাল বাংলাদেশে বিস্তৃত করতে চায় দেশের ধান গবেষণায় কাজ করা প্রতিষ্ঠান ব্রি। সরকারি এই সংস্থাটি বলছে, ‘ব্রি-এর বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে এই চাল নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে এটি মানব শরীর, পশুপাখি ও পরিবেশের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। ব্রি ধান ২৯ যতটুকু নিরাপদ, গোল্ডেন রাইসও ততটুকুই নিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই চাল পরীক্ষা করে বলেছে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। একই কথা বলেছে হেলথ কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের ফুড স্ট্যান্ডার্ডসের মতো প্রতিষ্ঠানও।’

কিন্তু শুরু থেকেই এ ধানের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আছে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা কয়েকটি সংগঠন। উবিনীগ বলছে, এ ধরনের জিএম খাবার চালু করার মতো পরিবেশ এখনো বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। কারণ এ ধরনের একটি ফসল চালু করতে হলে পরিবেশের ওপর, পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# ‘গোল্ডেন রাইস’ নিয়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য ফসলের ওপর যে প্রভাব পড়বে, তা যাচাই করে দেখা হয়নি। বাংলাদেশের মতো দেশে এ রকম ফসলের দরকারও নেই। কারণ অনেক খাবারে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়, বরং সেসব খাবার খেতে উৎসাহ তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি ইরির একটি প্রতিনিধি দল কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে দেখা করে গোল্ডেন রাইসের অনুমোদনের বিষয়ে অনুরোধ করেন। তখন কৃষিমন্ত্রী তাদের জানান, দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়টি বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। তবে দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়ে পরিবেশবাদী ও সুশীল সমাজের আপত্তি রয়েছে বলে তিনি তাদের জানান। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবেশ কর্মীদের বাধাও ততটা কার্যকর হতো না যদি গোল্ডেন রাইসের জৈব-নিরাপত্তা (বায়োসেফটি) বিষয়ক অনুমোদন পাওয়া যেত। অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাগ্রহকেই দায়ী করছেন তারা।

তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট আট বছর এই ধান নিয়ে গবেষণা করে ব্রি। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ২০১৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে গোল্ডেন রাইসের জৈব-নিরাপত্তা (বায়োসেফটি) বিষয়ক অনুমোদনের জন্য আবেদন করে ব্রি। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সেই আবেদন পাঠানো হয় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীন জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির (এনসিবি) কাছে। এনসিবি ব্রি-এর আবেদনটি পর্যালোচনা (রিভিউ) বা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের জন্য পরিবেশ বিভাগের আওতাধীন বায়োসেফটি কোর কমিটির (বিসিসি) কাছে প্রেরণ করে। ২০১৮ থেকে শুরু করে ২০১৯ পর্যন্ত মোট তিন বার বৈঠক করে বায়োসেফটি কোর কমিটি। কিন্তু এরপর দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অনুমোদন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। এর মধ্যে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি মন্ত্রণালয় থেকে ব্রি-এর কাছে ১১টি বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ব্রির বিজ্ঞানীরা বলছেন, সময়মতো সেই ১১টি বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণসহ ব্যাখ্যা প্রদানও করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরো জানান, এরও বেশ কয়েক মাস পর, ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটির (এনসিবি) পক্ষ থেকে ব্রি-এর কাছে আরো তিনটি প্রশ্ন পাঠানো হয়। যেখানে জানতে চাওয়া হয় বাংলাদেশে ভিটামিন-এ পরিস্থিতি কেমন, গোল্ডেন রাইসের যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্নত দেশে করা হয়েছে তার মধ্যে কোনোটি বাংলাদেশের কোনো ‘অ্যাক্রেডিটেড’ ল্যাবে করা হয়েছে কি না এবং গোল্ডেন রাইসে যে পরিমাণ বিটা-ক্যারোটিন আছে তা দিয়ে আসলেই কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে কি না।

ব্রির বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে জানিয়েছেন, এই তিনটি প্রশ্নেরও উত্তর এনসিবির কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু, এর পরও কমিটি বা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ করে ব্রি।

ধান বিজ্ঞানীরা বলছেন, জৈব নিরাপত্তা বা বায়োসেফটি অনুমোদন পাওয়া গেলে ব্রি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং জাত অবমুক্তির জন্য বিভিন্ন ফিল্ড ট্রায়াল পরিচালনা করবে। ফলাফল সন্তোষজনক হলে প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রোটোকল অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)-এর কাছে গোল্ডেন রাইসের জাত অবমুক্তির জন্য আবেদন করবে ব্রি। জাতীয় বীজ বোর্ড আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে সন্তুষ্ট হলে গোল্ডেন রাইস অবমুক্তির জন্য অনুমোদন দেবে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, বিদেশ থেকে আমরা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অনেক কিছু এনে খাচ্ছি। তাতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশে উদ্ভাবন করে খেলেই কেন সমস্যা বুঝতে পারছি না। আমাদের আগামীদিনে জেনেটিক্যালি মডিফাইড শস্যে যেতেই হবে। এভাবে বাধা দিলে কীভাবে এগিয়ে যাবো আমরা।